30

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শিক্ষাঙ্গন

ঢাকা বিঃ বিঃ ভর্তি কমিটি সমীপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষ শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে সমাজ বিজ্ঞানে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজীতে ১০ নম্বর নির্ধারিত করা হয়েছে। অথচ একই অনুষদের সমাজ কল্যাণ ও অর্থনীতির মত মূল্যবান বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার নম্বর নির্ধারিত করা হয়নি। এতে অনেক ভাল ছাত্র এ বিষয় দু'টি পড়ার সুযোগ হতে বাদ পড়ে যায়।

অতএব, কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ প্রার্থনা— সমাজ বিজ্ঞানের মত সমাজ কল্যাণ ও অর্থনীতি বিষয় দুটোতেও ভর্তি পরীক্ষায় নম্বর নির্ধারিত করা হোক, যাতে মেধাবী ছাত্ররাই এ বিষয় দুটো পড়তে পারে।

—শোভা
ভুঞাপুর, টাঙ্গাইল।

রমজান মাসে ক্লাস নেয়া হোক

বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিআইটি চট্টগ্রাম একটি। এখানকার সেশনজট অন্যান্য বিআইটি'র তুলনায় বেশী। তার বেশীর ভাগ কারণ বিভিন্ন অনির্ধারিত বন্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। রমজান মাসে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যখন নিয়মিত ক্লাস হয় তখন চট্টগ্রাম বিআইটি থাকে বন্ধ। আমরা যারা দীর্ঘ এক বৎসরাধিককাল বসে থেকে বর্তমানে ক্লাস শুরু করেছি তা হয়ত রমজানের প্রারম্ভে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্তত রমজান মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত ক্লাস নিলে আমরা প্রায় ৩টি সাইকেল এগিয়ে যেতে পারব (প্রতি সপ্তাহে এক সাইকেল) যা আমাদের জন্য হবে মঙ্গলকর। এমনি করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে হয়ত চট্টগ্রাম বিআইটি সেশনজটের মহাজ্যাম থেকে মুক্তির আশায় আশান্বিত হয়ে সেশনজটহীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত হতে পারে।

—নাজমুল হাসান
পুরকৌশল বিভাগ,
১ম সেমেস্টার, বিআইটি, চট্টগ্রাম।

কম্পিউটার পদ্ধতি বাতিল করুন

গত ২০-১২-৯৪ তারিখে ৪টি বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ৪২.৭৫% করে। কিন্তু জানা গেছে যে, অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী রোল নম্বর জানতে পারেনি। তাহলে কি তারা ফেল করেছে? অনেকাংশে দেখা গেছে, যে ফেল করার ছাত্র, সে প্রথম বিভাগে লেটারসহ উত্তীর্ণ হয়েছে। কেন এমন হলো? প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে বলছি যে, কম্পিউটার পদ্ধতিতে খাতা বাতিল করুন। এতে করে পরীক্ষার হলে ভাল ছাত্ররা হয়তো একটি গোল্লা পূরণ করতে গিয়ে অন্যটি করে ফেলেছে। সে জন্য নাকি কম্পিউটার সে খাতাটা আর গ্রহণ করবে না। কিন্তু ছেলেটি হয়তো ভাল পরীক্ষা দিয়েছে, ফলাফল ভাল হবে দেখা গেল যে, শেষে সে সামান্য ভুলের জন্য তার ফল প্রকাশিত হয়নি। তাহলে তার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে, একবার কি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটির বিজ্ঞ সদস্যরা ভেবে দেখেছেন। হুট করে একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, আর সাথে সাথে চালু করলেন। এর জন্য একটি ছাত্রও মানসিকভাবে হয়রানির শিকার হয়ে সে অন্য পথ বেছে নেয়। আমরা জানি, আজকের একটি ছেলে আগামী দিনের আমাদের দেশের জাতির মেরুদণ্ড— এটা হয়তো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ভুলেই গিয়েছিল। পূর্বের নিয়মে খাতা দেখা হবে কোন কম্পিউটার পদ্ধতি থাকবে না।

কম্পিউটার পদ্ধতির খাতা বাতিল করুন।

—আজহার উদ্দিন,
তেজকুনিপাড়া।